রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ২৭, ১৯৮৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৮৭/১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

নং এস, আর, ও ২৭৭-আইন—জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ১৯৮৭ (অধ্যাদেশ নং ২২, ১৯৮৭) এর ৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই বিধিমালা জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ১৯৮৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **মিছিল, সভা, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সরকার রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থ বা জন-শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, দেশের সর্বত্র বা যে কোন স্থানে মিছিল, সভা-সমাবেশ বা বিক্ষোভ অনুষ্ঠান বা উহাতে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে বা উহার উপর শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বলপ্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩। **হরতাল এবং লক আউট নিষিদ্ধকরণ।**—(১) সরকার রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থ বা জন-শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনে বা সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সরবরাহ বা সেবাকার্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা,—

(ক) দেশের সর্বত্র বা যে কোন এলাকায় বা সকল বা যে কোন শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানায়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, হরতাল, ধর্মঘট বা লক আউট নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

মূল্য : ৩০ পয়সা

(খ) কোন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা মিমাংসার জন্য শ্রম আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে এবং উক্ত আদালত, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪। **তথ্য, ইত্যাদি পাওয়া।**—(১) সরকার যদি রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থ কোন তথ্য বা বস্তু সংগ্রহ বা পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, যে ব্যক্তির নিকট উক্ত তথ্য বা বস্তু রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে আদেশে নির্ধারিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সরবরাহ বা প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন তথ্য বা বস্তু সরবরাহ বা প্রদান না করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। **বিধিমালা লঙ্ঘনের চেষ্টা, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে বা লঙ্ঘনের সহায়তা করিলে তিনি উক্ত বিধান বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬। **সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ইত্যাদির অপরাধ।**—এই বিধিমালার কোন বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা ফার্ম হয়, তাহা হইলে উহার পরিচালক, মালিক, অংশীদার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত বিধিমালা বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, কে, এম, কামাল উদ্‌দীন চৌধুরী

সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।